সোমেন চন্দ্রমের ভক্তি অর্ঘ্য

উমনো ও ঝুমনো

পরিচালনা— ত্রয়ী

সুর- সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

গোল্ডেন পিকক এন্টারপ্রাইজেস্ রিলিজ

কাহিনী ও প্রযোজনা—
সোমেন চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা—ত্রয়ী
সঙ্গীত পরিচালনা—
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

সোমেন চিত্রমের নিবেদন

উমনো ও ঝুমনো

গীত রচনা—
অজিত গাঙ্গুলী ॥ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
নৃত্য পরিকল্পনা ও নৃত্যে—
জয়শ্রী সেন

কণ্ঠ সঙ্গীত—মান্না দে, ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা, প্রতিমা, দ্বিজেন, পিন্টু, জয়ন্তী সেন ॥ চলচ্চিত্রায়ন—গৌর কর্মকার ॥ সম্পাদক—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শব্দানুলেখন—অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত ও শব্দপুনঃলেখন—সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প নির্দেশক—সুবোধ দাস ॥ দৃশ্য সংগঠনে—গুপী সেন ॥ রূপসজ্জা—নিতাই সরকার ও অনাথ মুখার্জ্জী ॥ সাজসজ্জা—সিনে ড্রেস ও ডি. ব্রাদার্স ॥ ব্যবস্থাপক—প্রবোধ পাল ॥ ষ্টুডিও তত্ত্বাবধানে—আনন্দ চক্রবর্ত্তী ॥ পটশিল্পী—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ॥ স্থির চিত্র—এডনা লরেঞ্জ ॥ প্রচার পরিকল্পনা—এ্যাডক্রাফট ॥ পরিচয় লিখন—নিতাই বসু ॥

সহকারীগণঃ প্রধান সহকারী পরিচালনা—বরেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত—শৈলেশ রায়। চলচ্চিত্রায়ন—দেবেন দে, স্বপন নায়ক বাউড়ি বন্ধু ॥ সম্পাদনা—অনিল দাস ॥ শব্দানুলেখন—বাবাজী শ্যামল। সঙ্গীত ও শব্দপুনলেখন—বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন। ব্যবস্থাপনা—অমিত বসু, শান্তি দাস, অনিল দে। রূপসজ্জা—অক্ষয় দাস। সাজসজ্জা—দাশরথি দাস, দিলীপ চক্রবর্ত্তী। আলোক সম্পাত—প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন, সুভাষ, তারাপদ, সুনীল শর্মা, হংসরাজ, কাশী কাঁহার ও রাম দাস। দৃশ্য সজ্জা—বর্জু মহান্তি, চিরঞ্জীব শর্মা, দ্বিজ, রাজারাম, সম্পা, বেণু, হরিপদ, চেমা দিবাকর। পরিস্ফুটনে—জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, বাদল দাস, কালী বসু, শম্ভু দাস ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপায়ণে—* সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (অতিথি) পাপিয়া দাস, মধুমিতা দেবরায় * কল্যাণী মণ্ডল * রূপা চৌধুরী, * মৃণাল মুখার্জী * কালী ব্যানার্জী * রবীন ব্যানার্জী * গুরুদাস ব্যানার্জী (অতিথি) * সর্বেন্দর * আনন্দ মুখার্জী * নৃপতি চ্যাটার্জী * জহর রায় * অজিত চ্যাটার্জি * শম্ভু ভট্টাচার্য্য, সৈকত কুমার, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, প্রভাস মুখার্জি, সুনীলেশ ভট্টাচার্য্য (অতিথি), কৃষ্ণ ব্যানার্জি, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, বেণু সেনগুপ্ত, গণেশ সরকার, গোপাল চৌধুরী, আনন্দ ব্যানার্জী, বংশী চক্রবর্ত্তী, জীবন ঘোষ, দাশরথি দাস, সুশীল দাস, মণি ঘোষ, ধীমান চক্রবর্ত্তী, মিহির পাল, শক্তি মুখার্জী, লক্ষ্মী অধিকারী, শচীন রায় চৌধুরী, অজিত চ্যাটার্জি (ছোট), সত্য ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ মহান্ত ও ননী দাস। * দীপ্তি রায় * পদ্মা দেবী * বীণা রায়, শাশ্বতী রায়, আরতি চ্যাটার্জী, পুতুল চক্রবর্ত্তী, গীতা নাগ, মিনু মুখার্জী, স্বপ্না মজুমদার, রিতা চ্যাটার্জী, মিতা চ্যাটার্জী, দেবী ভট্টাচার্য্য, মাধুরী চক্রবর্ত্তী, শেফালী বর্মন, নিবেদিতা গাঙ্গুলী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—শ্রীশচীন বারিক; মহিষাদল রাজবাড়ী। সুধীর রঞ্জন পাল। পাঁচু দে। সুভাষ পাল। অমূল্যরতন মুখার্জী।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও বীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব পরিবেশনা—গোল্ডেন পিকক্ এণ্টারপ্রাইজেস্।

এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে উমনো ও ঝুমনোর গান শুনুন।

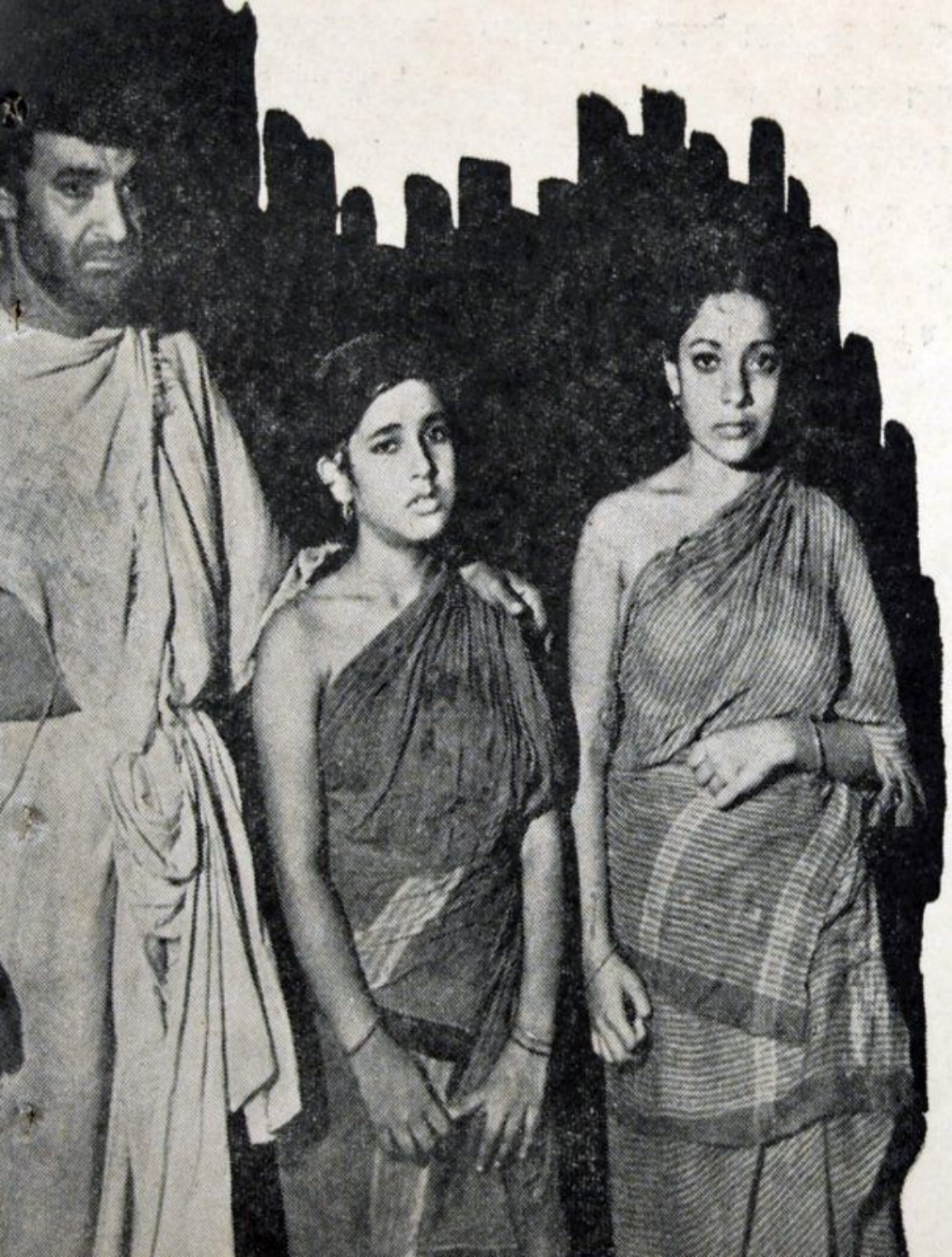

কাহিনী

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর,
ভক্তিতে দেবতা তুষ্ট, থাক যতদূর।"

ভক্তি ও বিশ্বাসই মানুষের বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। একে নির্ভর করে মানুষ আত্ম নির্ভরশীল হয়, অপরকে ভালো বাসতে পারে, ভগবানকে তুষ্ট করতে পারে—সংসার ধর্মে নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—সুখী হয়।

বাঙ্গালীর অন্তরে "ইতুপুজা" একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মীয় ক্রিয়া। প্রতি বছর কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে এই ইতুপুজা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সাড়া জাগায়। এই ইতুপুজার ব্রতকথাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে উমনো ও ঝুমনোর চিত্র-কাহিনী।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ বগলাচরণের স্ত্রী সর্ব্বজয়া দুই কন্যা উমনো ও ঝুমনোকে রেখে ইহলোক ত্যাগ করায় বগলাচরণ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করে। এক পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে খাওয়া উপলক্ষ্য করে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নয়নতারার প্ররোচনায় ব্রাহ্মণ দুই কন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বনপথে ফেলে আসে। দেবতার কোপে বগলাচরণ অন্ধ হয়ে যায়। এদিকে বনমধ্যে পরিত্যক্তা দুইকন্যা দেবতার কৃপায় বিপদ থেকে রক্ষা পায়। সাক্ষাৎ হয় ভক্তিমতী রাধার সঙ্গে। রাধার অনুরোধে উমনো ও ঝুমনো ইতুপুজা সুরু করে এবং নির্ভরশীল আশ্রয়ে বড় হতে থাকে।

একদিন শিকারে পরিশ্রান্ত রাজকুমার জয়দ্রথ এবং কোটাল পুত্র পুণ্ডরীক তৃষ্ণা মেটাতে উপস্থিত হয়

উমনো ও ঝুমনোর কাছে। উমনো দুশ্চিন্তায় পড়ে—কারণ জলের বড় অভাব। ভক্তিমতী ঝুমনো ইতুঘটের অবশিষ্ট জল তৃষ্ণা মেটাবার জন্য দেয়। দেবতার অসীম করুণায় জলের অভাব থাকে না।

ঘটনা এগিয়ে চলে। রাজকুমার ও কোটাল পুত্র যথাক্রমে উমনো ও ঝুমনোকে বিবাহ করে। স্বামীগৃহে যাত্রার দিন উমনো তাচ্ছিল্যে ইতুঘট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সূর্য্যদেব রুষ্ট হন.....

এর পরিণতি রূপালী পর্দায় দেখুন।

সংগীত

॥ এক ॥

কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর—সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শিল্পী—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

শুনহে দুঃখী শুনহে আতুর,
শুনহে তাপিত চিত দুঃখ কর দূর।
করহে পুণ্যলাভ দারিদ্র মোচন,
ইতুপুজা ব্রতকথা শুন সর্ব্বজন।
সুখ যে পরম ধন সেই ধন লাগি,
এই ব্রত কথার দেশে এস এস হে বিবাগী।
সুখ ধন না থাকিলে জীবন অসার,
নেত্রহীন দেহ যেন কেবলই আঁধার।
তাই চতুর্বর্গ মাঝে অর্থ দ্বিতীয় গনণ
ইতুপুজা ব্রতকথা শুন সর্ব্বজন
শ্রবনেই ফললাভ হবে যে নিশ্চয়,
কেটে যাবে অমানিশা ভেঙ্গে যাবে ভয়।
পরাজিত হবে বাধা হবে সর্ব্বজয়,
কত পাপ দূর হবে গ্লানি হবে ক্ষয়।
তাই ব্রতের মহিমা শুন হয়ে একমন,
জঁইতুপুা ব্রতকথা শুন সর্ব্বজন।

॥ দুই ॥

কথা—অজিত গাঙ্গুলী

সুর–সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
শিল্পী–ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

মা—মাগো—মা—
ভবের খেলা সাঙ্গ করে
কোথায় গেলে মাগো
তোমার খেলা ঘরের পুতুল কাঁদে
তাদের বাসবে ভালো কে গো।
মা—মা—
ডাকলে তুমি দেবেনা আর সাড়া
কোন দোষেতে করলে মাগো
ওদের সর্ব্বহারা।
মা—মাগো—মা—
ঐ সর্ব্বনাশী অনল রাশি
নিঠুর এলোকেশী
দিচ্ছে মুছে তোমার মুখের
মিষ্টি মধুর হাসি।
যাদের করোনি মা চোখের আড়াল
একটি দিনের তরে।
আজকে তাদের দেখবে কে মা
নেই যে তুমি ঘরে।
প্রাণের ঠাকুর দয়া কর
কামনা আর নাই,
চিতায় চিহ্ন হারিয়ে গেলেও
তোমায় যেন পাই।
মা—মাগো—মা....

কথা–অজিত গাঙ্গুলী সুর–সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
শিল্পী–জয়ন্তী সেন ও অন্যান্য।

ও রাণী—ও শ্যামা—এদিকে আয়—
আয়নারে আয়না..আয়না..আয়না।
আয়নারে ভাই সবাই মিলে
কাঠ কুড়োতে যাই,
তরুর ছায়ায় বনের মায়ায়
আমরা মাতি ভাই।
এই দেখনা আমি কেমন
পেয়েছি এ ডাল,
শুকিয়ে গেলে মা আমাদের
ভাত রাধবে কাল।
দেখনা আমি এই পেয়েছি
লতাপাতার রাশি,
দেখলে পরে মাসির মুখে
ফুটবে মধুর হাসি।
হায় হায় হায় দেখনারে ভাই
ঐ কাঠুরেটা কাটছে কেন গাছ,
ডাল পালাতে পেট ভরে না
ওর মাথায় পড়ুক বাজ।
হে ভগবান রক্ষা করো বনের তরুলতায়
তুমি ছাড়া কেউ বা তাদের বাঁচায়
আয়নারে ভাই সবাই মিলে
জানাই দেবতারে,
বনের তরু বাঁচাও প্রভু কাঠুরে না মারে—
হে ভগবান.....।

॥ চার ॥

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুর–সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শিল্পী–পিন্টু ভট্টাচার্য্য।

হে পৃথিবী—হে পৃথিবী
এ কেমন তব খেলা।
কোথাও বা তুমি উষর মরুতে ধুসর
কোথাও বা তুমি রঙিন ফুলের মেলা॥

ওরা দুটি শিশু ফুটেছে যে ফুল হয়ে
কি খেলা খেলিছ ওদের ভাগ্য লয়ে,
ওরা কার অভিশাপে পথে পথে ঘুরে
কুড়ায় এ অবহেলা॥

বলগো পৃথিবী বল
ওরা তো জানেনা কোথায় ওদের
কোন পথে নিয়ে চল।

ওগো ভগবান ওদের রক্ষা করো
এ বিপদে তুমি ওদের হাতটি ধরো,
ওদের আঁধার ভরানো জীবন প্লাবনে
আনো গো ফাগুন বেলা॥

॥ পাঁচ ॥

কথা---পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর--সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শিল্পী--মান্না দে

কোথাও রাত্রি কোথাও যে দিন
সবই ভাগ্যের খেলা।
কর্ম্মের ফলে পায়রে সকলে
ভালোবাসা অবহেলা॥

এখানে ঘূর্ণি এখানে প্লাবন,
শুধু হাহাকার শুধু যে মরণ,
স্বপ্ন ভাঙ্গার কত যে যাতনা,
মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা॥

এখানে ভুবন আলোয় ভরানো
শান্তির সুধা ঝরা,
আনন্দ ধনে নতুন ফসলে
লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরা।

এখানে কান্না আকাশে বাতাসে,
এখানে বিলাপ ভরা মধুমাসে,
অহংকারের রাহুর আড়ালে
হারায় চাঁদের বেলা॥

॥ ছয় ॥

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুর—সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শিল্পী—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

ছুঁয়োনা-ছুঁয়োনা-ছুঁয়োনা আমারে—
কেন আসো আমারই কাছে।
মদির মদিরা নেই
এ অধরে বিষ আছে ছুঁয়োনা।

আমারে বেসোনা ভালো
আমি আলেয়ারই আলো
প্রদীপে দিলে ঝাঁপ
প্রজাপতি কি বাঁচে।
ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—

গোলাপের কাঁটা আছে
প্রিয় সে সবার কাছে
বুকে যার কাঁটা থাকে
বল তারে কে যাচে।
ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা—

॥ সাত ॥

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুর—সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শিল্পী—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে
বুঝেছি এখন—
আমি কি যে ভুল করেছি।
একি অনুতাপে জ্বলেছে আগুন
সে আগুনে পুড়ে মরেছি।
দেবতারে আমি অপমান করে
পূজা তো দিইনি ও চরণ ভরে
অঞ্জলি দিতে অশ্রু মুকুলে
হৃদয়ের ডালি ভরেছি।
ভিখারিনী আজ হয়েছি যে আমি
সব কিছু হয়ে হারিয়ে,
আঁধারে যে তার আলোর করুণা
খুঁজি দু'টি হাত বাড়িয়ে।
আর কিছু নয় শুধু ক্ষমা চাই
দেবতার পায়ে পাই যেন ঠাঁই
সোনার মুকুট হারিয়ে মাথায়
কাঁটার মুকুট পড়েছি।

সোমেন চিত্রমের পরবর্ত্তী শ্রদ্ধার্ঘ ঃ—

"সতী তুলসী"

কাহিনী ও প্রযোজনা ঃ সোমেন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

গীত রচনা ঃ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

মঞ্চ ও চিত্রের বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে

প্রস্তুতির পথে

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ জি. সি. ফিল্মস্ করপোরেশন।

চাটার্জি প্রিন্টার্স, ৭৬ বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৮৯০৪ ॥